প্রশ্ন 2 শ্রীঅরবিন্দের মত অনুসরণ করে মানুষের বিবর্তন ও তার বিভিন্ন স্তরগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

শ্রীঅরবিন্দের মতে মানুষের বিবর্তন

শ্রীঅরবিন্দের মত অনুসরণ করে মানুষের বিবর্তন ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'দিব্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন এই জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগৎ মূলতত্ত্ব পরমব্রহ্ম থেকে বিবর্তনের আরোহ পদ্ধতিতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং বিবর্তনের আরোহ পদ্ধতিতে আবার মূলতত্ত্ব পরমব্রহ্মে মিলিত হবে। বিবর্তনের এই পদ্ধতিকে শ্রীঅরবিন্দ অখণ্ড বিবর্তন বলেছেন।

বিবর্তনের সংজ্ঞা

বিবর্তন হল একপ্রকার জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি পদ্ধতি, যার সাহায্যে মূলতত্ত্ব থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পুনরায় স্বরূপ মূলতত্ত্ব ব্রহ্মে উত্তরণ করবে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ

মূলতত্ত্ব

জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগৎ যে মূলতত্ত্ব থেকে বির্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে, তা হল শুদ্ধসত্তা, ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আনন্দের জন্য, লীলাখেলার জন্য অবরোহ পদ্ধতিতে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগতের মধ্যে নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন।

Scanned with CamScanner

বিবর্তন পদ্ধতি

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিবর্তনের দুটি পদ্ধতি হল—[1] অবরোহ পদ্ধতি, [2] আরোহ পদ্ধতি।

[1] **অবরোহ পদ্ধতি:** অবরোহ পদ্ধতিতে পরমব্রহ্ম নিজের মায়া শক্তির সাহায্যে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগতে বিবর্তিত হন এবং আরোহ পদ্ধতিতে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবজগৎ আবার পরমব্রহ্মের স্বরূপে মিলিত হয়।

[2] **আরোহ পদ্ধতি:** মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ। আরোহ পদ্ধতিতে বিবর্তিত হয়ে পরমব্রহ্মের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হলেই তার মোক্ষলাভ হবে। মানুষের মধ্যে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা ঈশ্বর তাঁর অনন্ত শক্তি অনন্ত সম্ভাবনা, অনন্ত চেতনা, অতিমানস সত্তা সব কিছু সংকুচিত করে মানবদেহের মধ্যে অবস্থান করেছেন। একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন কুণ্ডলীকরণ। মানুষের লক্ষ্য এই কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সব কিছুর পূর্ণ বিকাশ সাধন করে পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। একেই অরবিন্দ দিব্যজীবন লাভ বলেছেন। দিব্যজীবন লাভের জন্য জন্মজন্মান্তর সৎকর্ম যোগসাধনা ও কুণ্ডলী জাগরণ করে বিকশিত হয়ে পূর্ণতালাভ করতে হয়। এই পদ্ধতিকে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বিবর্তনের আরোহ পদ্ধতি বলেছেন।

মানব সৃষ্টির বিবর্তন প্রক্রিয়া

ব্রহ্ম বিবর্তিত হয়ে কীভাবে মানবরূপ ধারণ করল তার রহস্য নিহিত আছে মানুষের সত্তার মধ্যে। মানুষ তিনটি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত। তা হল—[1] দেহ, [2] চৈত্য পুরুষ, [3] জীবাত্মা।

[1] **মানবদেহ বিবর্তনের প্রক্রিয়া:** মানবদেহ সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মেই জড়াত্মক আধার। পরমব্রহ্ম আনন্দের জন্য, লীলার জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তৈরি করেছেন। তাঁর অনন্ত চেতনাকে বহুরূপে প্রকাশ করার জন্য আধার প্রয়োজন। জড়দেহ হল সেই আধার। তাই পরমব্রহ্ম মায়া শক্তির সাহায্যে চেতনার আধার হিসেবে বহু আকারের জড়দেহ ও মানবদেহ রূপে নিজেকে আকারিত করেছেন।

এইভাবে অনন্ত চেতনাময় ব্রহ্ম নিজেকে বহু জড়, মানবদেহ রূপে অবরোহ পদ্ধতিতে বিবর্তিত করলেন। তাই মানুষের জড়দেহ অধ্যাত্মশক্তির আধার। তাই আধ্যাত্মিক সত্তা, এই আধারের জন্যই এক পরমাত্মা বহুরূপে প্রকাশিত হলেন।

[2] **চৈত্য পুরুষ সৃষ্টির বিবর্তনের প্রক্রিয়া:** মানুষের মন আছে, মনোময় সত্তা নিয়ে মন গঠিত। ঈশ্বরের অতিমানস সত্তা থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে মন উৎপন্ন হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় অতিমানস সত্তা যথাক্রমে অধিমানস → প্রজ্ঞা → দীপ্তমন ও প্রাণ → উত্তরমানস → বাহ্য চেতনা বা মনসৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং, অতিমানস সত্তা, অধিমানস, প্রজ্ঞা, দীপ্তমন, উত্তরমানস, বাহ্য চেতনা, নিয়ে মানুষের মনোময়। সত্তা গঠিত হয়েছে। এই মনোময় সত্তা হল মানুষের চৈত্য পুরুষ। এই চৈত্যপুরুষ মানুষের সূক্ষ্মদেহ। এই চৈত্য পুরুষ সূক্ষ্মদেহ জীবাত্মার প্রতিভূ।

[3] **জীবাত্মা পরমাত্মার সংকুচিত রূপ:** দেহ ও মনোময় সত্তা সৃষ্টি হওয়ার পর পরমাত্মা ব্রহ্ম নিজেকে মানবদেহের মধ্যে সংকুচিত করে আবদ্ধ হলেন। পরমাত্মা পরিণত হলেন জীবাত্মায়। এইভাবে

Scanned with CamScanner

মানুষ জীবাত্মা, চৈত্য পুরুষ ও দেহ নিয়ে গঠিত সত্তা, সবই পরমব্রহ্ম হতে বিবর্তিত হয়ে মানবরূপ ধারণ করেছে। মানুষই পরমব্রহ্মের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

মানুষের বিবর্তনের স্তরসমূহ

মানুষের বিবর্তনের স্তরসমূহ আলোচনা করা হল—

[1] **মানবদেহের উন্নতিকরণ:** মানুষের লক্ষ্য দিব্যজীবন লাভ। এর জন্য প্রয়োজন তার কুণ্ডলীকৃত চিৎশক্তির জাগরণ ও পূর্ণ বিকাশ। চেতনার পূর্ণবিকাশের জন্য জড়দেহের পরিবর্তন প্রয়োজন, আধারের বিবর্তন প্রয়োজন। কারণ যোগসাধনার জন্য দেহ অপরিহার্য। দেহের উন্নতি হলে জড় শরীর হয়ে উঠবে পরম চিৎ পুরষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

[2] **কুণ্ডলী জাগরণ:** ব্রহ্মের অতিমানস সত্তা মানুষের মধ্যে কুণ্ডলীবদ্ধ হয়ে আছেন। অবিদ্যাবশত মন তার কথা ভুলে যায়। এর কারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে এক আবরণ থাকে। এই আবরণের নাম হিরন্ময় পাত্র। এই অবিদ্যার আবরণ হিরন্ময় পাত্র অপসারণ করে কুণ্ডলী জাগরণ করতে হবে।

[3] **অন্তর্মুখীকরণ:** কুণ্ডলী জাগরণের জন্য প্রয়োজন মনকে বাহ্য বিক্ষিপ্ত চেতনা থেকে সরিয়ে এনে প্রচ্ছন্ন অন্তর সত্তায় একাগ্র করা। আমাদের চেতনা গভীর অন্তর্মুখী হলে মন আত্মা, প্রাণ আত্মা, শরীর আত্মার কথা জানতে পারি। আমরা জানতে পারি আমাদের ভিতরের অন্নময় পুরুষকে, প্রাণময় পুরুষকে, মনোময় পুরুষকে। এই তিন পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবসানের প্রয়োজন।

[4] **চৈত্য পুরুষের পুষ্টিকরণ:** তিন পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী চৈত্য পুরুষের, চৈত্য পুরুষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন সৎকর্মের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন। এই পুষ্টির ফলে বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব।

[5] **প্রজ্ঞার সৃষ্টি:** চৈত্য পুরুষের পুষ্টিসাধন হলে মানুষের প্রজ্ঞার দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। তখন সে এই দৃষ্টির সাহায্যে তার অন্তর্ভুক্ত চৈত্য পুরুষের অধিমানসের সাক্ষাৎ পায়।

[6] **অধিমানস সত্তায় উত্তরণ:** প্রজ্ঞা দৃষ্টির সাহায্যে যোগী নিজের মধ্যে অধিমানস সত্তার সাক্ষাৎ পায় এবং লক্ষ করে অবিদ্যা নির্মিত হিরন্ময় পাত্র দ্বারা অতিমানস সত্তার মুখ আবৃত আছে।

[7] **অতিমানস সত্তায় উত্তরণ:** যোগসাধনার দ্বারা হিরন্ময় পাত্র দূরীভূত হয়। তখন জীবাত্মা অতিমানস সত্তায় মিলিত হয়। যোগী দিব্যজীবন লাভ করে। দিব্যজীবনপ্রাপ্ত অতিমানসিক পুরুষ দেহ ও মনের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে এমন সত্তায় পরিণত হয়, যার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যায় আধ্যাত্মিকতায়। বিশ্বের সব শক্তি তার নিজেরই শক্তি। এইরূপ মানুষের চেতনা অনন্ত হলেও তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ।

[8] **সমন্বয়ীকরণ:** দিব্যজীবনপ্রাপ্ত অতিমানসিক পুরুষ বিশ্বচেতনায় উন্নীত হলেও তার ব্যক্তিত্ব থাকে। তখনও তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু এই পুরুষ যখন পরমব্রহ্মে বিলীন হবে তখনই জীবজগৎ জড়জগৎ সকল মানুষ, বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে একত্ব অনুভব করে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। তখনই ঘটবে তার চরম মুক্তি।

মূল্যায়ন: সুতরাং, পরমসত্তা পরমব্রহ্ম ঈশ্বর যেমন আনন্দের জন্য অবরোহ পদ্ধতিতে বহু মানুষরূপে বিবর্তিত হয়েছিলেন তেমনই মানুষ আটটি স্তরের মাধ্যমে আত্মার নির্দেশিত সোপান ধরে আরোহ পদ্ধতিতে বিবর্তিত হয়ে পুনরায় এসে মিলিত হতে পারে। একেই অরবিন্দ অখণ্ড বিবর্তন বলেছেন।

Scanned with CamScanner